দশর্নায় মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে নিরাপদ নয় সাংবাদিকরাও

দশর্নায় সাংবাদিকরা মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের কাছে নিরাপদ নয়। এসব মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যাবসায়ীরা দশর্না প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সামনে সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে এবং মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ও প্রসক্লাব ভেঙ্গে ফেলার হুমকি ধামকি দেয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে দশর্না কেরু ডিষ্টিলারী গেটের সামনে ওয়াসীম নামের ১০-১২টি মামলার এক আসামী এ হুমকি ধামকি দেয়। এ ঘটনার পর দশর্না প্রেসক্লাবে রাত সাড়ে ৭ টার দিকে এক জরুরী বৈঠক অনুষ্টিত হয়। এ সময় সাংবাদিকরা প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান।

দশর্না সাংবাদিক সমিতির সভাপতিত্বে এ সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি চঞ্চল মাহমুদ, সহ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক হাসমত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, আহসান হাবীব মামুন, ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, সদস্য ওয়াসিম রয়েল সু কমল দাস বাধন, আবিদ হাসান রিফাত, সাব্বির আলীম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত চোরচক্রের উৎপাতে জনজীবনে

অস্বস্তি, বেড়েছে চুরি

আলমডাঙ্গায় সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে চোরচক্রের তৎপরতা, একাধিক দোকান-বসতবাড়িতে চুরি হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা সংলগ্ন হাইরোড এলাকার সিদ্দিকের মুদি দোকানে রাতের আঁধারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে দোকানের পেছনের দরজার তালা ভেঙে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মূল্যবান মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, দোকানের ক্যাশবাক্সে থাকা নগদ ১০ হাজার টাকা, দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট, মোবাইল ফোন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু মুদি পণ্য চুরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দোকানটি পরিচালনা করে আসছিলেন মৃত ইচাহক আলির ছেলে সিদ্দিক, যিনি রাতভর দোকান খোলা রাখায় স্থানীয়দের কাছে পরিচিত মুখ।

একই রাতে পৌর শহরের মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা রমেশ কর্মকারের বাড়িতেও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, সিদ্দিকের দোকানের পাশেই থাকা ‘মিডিয়া ওয়াল্ড’ মোবাইল ফোনের দোকানে টিন কেটে প্রবেশের চেষ্টার আলামত পাওয়া গেছে, তবে সেখানে চুরি সফল হয়নি।

এদিকে, সম্প্রতি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি সফিকুল ইসলাম ও তার ভাই এনামুল হকের বসতবাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই মাস আগে একই এলাকায় কাজলের দোকান থেকেও দেড় লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়েছিল।
স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ বিস্তার এবং মাদকাসক্ত যুবকদের দৌরাত্ম্যে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। তারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চোর শনাক্ত ও গ্রেফতারে এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি বলেও জানা গেছে। ঘটনাগুলোকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মেহেরপুরে মাদকাসক্ত যুবককে তিন মাসের কারাদণ্ড

মাদক সেবনের অপরাধে লালন শেখ নামের এক মাদকাসক্তকে ৩ মাসের বিনাশ্রম জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম এই কারাদণ্ড ও জরিমানার আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত লালন শেখ মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ এর ৫ ধারায় তাকে ৩ মাসের জেল এবং ১শ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে একটি টিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকা থেকে মাদক সেবন করার সময় লালন শেখকে আটক করেন।

পরে ভ্রাম্যমান আদালতে তাকে সোপর্দ করা হয়। বিকালেইদণ্ডপ্রাপ্ত লালন শেখকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিলো পিতা

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জের শান্ত (২২) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে পুলিশে দিয়েছেন তার পিতা। সোমবার দুপুর ২ টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ কারাদন্ড প্রদান করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত ওই যুবক হলো আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

জানা যায়, শান্ত অনেক দিন ধরেই মাদকাসক্ত। তবে বেশ কিছুদিন ধরে সে মাদকাসক্ত হয়ে অত্যাচার শুরু করে। প্রায়ই সে নিজের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং পিতামাতাকে মারধর করে।

এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আনসার আলী সোমবার মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশকেও জানায়। সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ এলাকা থেকে শান্তকে ৪ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেটসহ আটক করে ফাঁড়ি পুলিশ।

এসময় খবরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ঘটনাস্থলে পৌছায়। পরে দুপুরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়। এসময় উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।